লাজ-লজ্জা
ও
সোশ্যাল মিডিয়ার ভুল ব্যবহার

07-February-2019

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

(For Islamic Brothers)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه

نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন। কেননা, যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, নফল ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে এবং সাধারনভাবে মসজিদে খাওয়া-দাওয়াও জায়িয হয়ে যাবে। ইতিকাফের নিয়্যতও শুধুমাত্র খাওয়া দাওয়া বা ঘুমানোর জন্য যেনো না হয় বরং এর উদ্দেশ্য যেনো **আল্লাহ তায়ালা**র সন্তুষ্টি জন্যই হয়। ফতোয়ায়ে শামীতে বর্ণিত রয়েছে: যদি কেউ মসজিদে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে চায় তবে ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কিছুক্ষণ **আল্লাহ তায়ালা**র যিকির করুন অতঃপর যা ইচ্ছা করুন (অর্থাৎ এবার চাইলে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে পারেন)।

দরূদ শরীফের ফযীলত

দরূদ ও সালাম পাঠকারীদের প্রতি সন্তুষ্ট **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মনমুগ্ধকর বাণী হচ্ছে: اِنَّ اللّٰهَ وَكَّلَ بِقَبْرِىْ مَلَكًا فَلَا يُصَلِّىْ عَلَىَّ اَحَدٌ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ اِلَّا اَبْلَغَنِىْ بِاِسْمِهٖ اَعْطَاهُ اَسْمَاعَ الْخَلَائِقِ هٰذَا فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ قَدْ صَلّٰى عَلَيْكَ وَاِسْمِ اَبِيْهِ অর্থাৎ নিশ্চয় **আল্লাহ তায়ালা** একজন ফিরিশতা আমার কবরে নিযুক্ত করেছেন, যাকে সকল সৃষ্টির আওয়াজ শুনার ক্ষমতা দান করেছেন, অতএব কিয়ামত পর্যন্ত যে কেউ আমার প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তবে সে তা আমাকে তার এবং তার পিতার নাম সহ উপস্থাপন করবে, (এবং বলবে:) অমুক বিন অমুক আপনার প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করেছে।

(মু'জামুয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়া, ১০/২৫১, হাদীস নং- ১৭২৯১)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি এবং সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রথমে কিছু ভালো ভাল নিয়্যত করে নিই। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهٖ" মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম। **(মু'জামুল কাবীর, সাহাল বিন সা'আদ, ৬/১৮৫, হাদীস: ৫৯৪২)**

দু'টি মাদানী ফুল:

(১) ভালো নিয়্যত ছাড়া কোন উত্তম কাজের সাওয়াব পাওয়া যায় না।

(২) ভালো নিয়্যত যত বেশি হবে, সাওয়াবও তত বেশি পাওয়া যাবে।

বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ

দৃষ্টিকে নত রেখে গভীর মনোযোগ সহকারে বয়ান শ্রবণ করবো। ✯ হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে **ইলমে দ্বীনের** সম্মাণার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'যানু হয়ে বসবো। ✯ تُوْبُوْا اِلَى الله! ,اُذْكُرُ الله! ,صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীর মনতুষ্টির জন্য উচ্চস্বরে উত্তর প্রদান করবো। ✯ বয়ানের পর নিজেই আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

লজ্জা ও শরমের গুরুত্ব

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ইসলামে লজ্জা ও শরমকে অনেক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। লজ্জার গুরুত্বকে জাগ্রত করতে গিয়ে লজ্জা ও শরমের শিক্ষা প্রদানকারী **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اَلْاِيْمَانُ بِضْعٌ وَّسَبْعُوْنَ شُعْبَةً. وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْاِيْمَانِ অর্থাৎ ঈমানের সত্তরটিরও (৭০) বেশি শাখা রয়েছে এবং লজ্জা ঈমানের একটি শাখা। **(মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, ৪৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৩৫)**

হকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ লিখেন: শুধুমাত্র প্রকাশ্যভাবে নেকী করা এবং মুখে লজ্জার ঘোষনা দেয়া পরিপূর্ণ লজ্জা নয় বরং প্রকাশ্য এবং গোপনিয় অঙ্গকে গুনাহ থেকে বাঁচানোই হচ্ছে লজ্জা। সুতরাং মাথাকে **আল্লাহ তায়ালা** ছাড়া অন্য কারো সিজদা থেকে বাচাঁন, অভ্যন্তরীন মগজকে রিয়া (লৌকিকতা) এবং অহঙ্কার থেকে বাঁচান, জিহবা, চোখ এবং কানকে

নাজায়িয বলা, দেখা ও শুনা থেকে বাঁচান, এটি হলো মাথার নিরাপত্তা। পেটকে হারাম খাবার থেকে, লজ্জাস্থানকে অপকর্ম থেকে, মনকে মন্দ চাহিদা থেকে নিরাপদ রাখুন, এটা হলো পেটের নিরাপত্তা। সত্য তো এটাই যে, নেয়ামত হলো রব তায়ালার দান এবং **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দয়া (দয়ার দৃষ্টি) তেই নসীব হতে পারে। (মিরাতুল মানাজিহ, ২/৪৪০)

লজ্জা কী ?

মনে রাখবেন! লজ্জা এমন একটি গুণ, যা মানুষকে মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে। **আল্লাহ**র বান্দাদের জাহির ও বাতিনকে পরিশুদ্ধকারী **আক্বা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ অর্থাৎ তোমার লজ্জা না থাকলে তবে তুমি যা ইচ্ছা করো। (বুখারী, কিতাবু আহাদীসিল আম্বিয়া, ৫৬তম অধ্যায়, ২/৪৭০, হাদীস নং- ৩৪৮৪)

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বলেন: এই বাণীটি আতঙ্ক ও ভীতি প্রদর্শনের জন্য, কেননা যা ইচ্ছা করো, যেমন কর্ম তেমন ফল। মন্ত কাজ (অশ্লিল কাজ) করবে তো এর শাস্তি পাবে।

কোন বুযুর্গ তাঁর ছেলেকে উপদেশ দিলেন, যার সারমর্ম হচ্ছে: যদি গুনাহ করার সময় যখন তোমার আসমান ও জমিনের কাউকে লজ্জা না হয়, তবে নিজেকে চতুষ্পদ প্রাণী বলে গন্য করো। আল্লামা আলী ক্বারী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ লজ্জা সম্পর্কে বলেন: وَهُوَ خُلُقٌ يَّمْنَعُ الشَّخْصَ مِنَ الْفِعْلِ الْقَبِيْحِ بِسَبَبِ الْاِيْمَانِ অর্থাৎ লজ্জা হলো সেই অভ্যাস, যা ঈমানের কারণে মানুষকে মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে।

(মিরকাতুল মাফাতিহ, ১/১৪০, ৫নং হাদীসের পাদটিকা)

লজ্জার বিধান

বুখারী শরীফের ব্যাখ্যা লিখক হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শরীফুল হক আমজাদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: লজ্জা কখনো ফরয ও ওয়াজিব হয়ে থাকে, যেমন কোন হারাম ও নাজায়িয কাজকে লজ্জা করা, কখনো মুস্তাহাব, যেমন মাকরূহে তানযিহী থেকে বিরত থাকাতে লজ্জা করা এবং কখনো মুবাহ (অর্থাৎ জায়িয কাজ) যেমন এমন কোন কাজ যা শরীয়ত জায়িয বলে ঘোষনা দিয়েছে তা করাকে লজ্জা করা। (নুযহাতুল ক্বারী, ১/৩৩৪)

পরিবেশের সাথে লজ্জার সম্পর্ক

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! লজ্জা প্রসার করতে পরিবেশ ও প্রশিক্ষণের অনেক গুরুত্ব রয়েছে। লজ্জার সুবাশ ভরা পরিবেশ নসীব হয়ে যাওয়া অবস্থায় লজ্জায় আরো সৌন্দর্য্যতা অর্জিত হয়, আর নির্লজ্জ মানুষের সহচর্য অন্তর এবং দৃষ্টির পবিত্রতা ছিনিয়ে নিয়ে নির্লজ্জ বানিয়ে দেয়, অতঃপর বান্দা অসংখ্য অনৈতিক এবং নাজায়িয কাজে লিপ্ত হয়ে যায়। এই লজ্জার নেয়ামতেই তো ছিলো, যা মন্দ এবং গুনাহ থেকে বিরত রাখতো। যদি লজ্জাই না থাকে তবে এবার মন্দ কাজ করা থেকে কে বিরত রাখবে? অনেক লোক এমন রয়েছে, যারা বদনামের ভয়ে লজ্জায় মন্দ কাজ করে না কিন্তু যার বদনামির কোন তোয়াক্কাই নেই, সেই লোক সকল গুনাহ করে ফেলে, নৈতিকতার সীমা লঙ্ঘন করে অনৈতিকতার চরম সীমায় নেমে যায় এবং অমানুষিক কাজ করাতে লজ্জা অনুভব হয়না। আর **আল্লাহ** ওয়ালাগণ শুধু লজ্জা ও শরমের অধিকারী ছিলেন না বরং লজ্জা ও শরম তাদের শিরায় শিরায় ছড়িয়ে ছিলো। আসুন! উৎসাহ গ্রহনার্থে **আল্লাহ তায়ালার দানক্রমে অদৃশ্যের সংবাদ প্রদানকারী রাসূল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রিয় সাহাবী এবং তৃতীয় খলীফা হযরত ওসমানে গনী رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ এর লাজ-লজ্জার একটি ঈমান তাজাকারী ঘটনা শ্রবণ করি:

ফিরিশতারাও লজ্জা পেত

হযরত সায়িদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا বলেন: একদিন **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁর ঘরে শুয়ে ছিলেন এবং তখন তাঁর রান বা হাঁটু মুবারক থেকে কাপড় সরে গিয়েছিলো। তখন আমিরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ এলেন এবং তিনি ভেতরে আসার অনুমতি প্রার্থনা করলেন। আমিরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ কে ভালবাসা পোষনকারী **আক্বা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে ডাকলেন এবং তিনি ভেতরে আসলেন কিন্তু আসমান সমূহের ভ্রমনকারী **আক্বা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সেইভাবেই শুয়ে ছিলেন এবং কথাবার্তা বলতে লাগলেন। এরপর হযরত সায়্যিদুনা ওমর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ ও আসলেন। তিনি ভেতরে আসার অনুমতি প্রার্থনা করলেন, সায়্যিদুনা ফারুখে আযম رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ এর প্রতি অনুগ্রহকারী **আক্বা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকেও অনুমতি দিলেন

এবং তিনিও ভেতরে এলেন, কিন্তু তখনো **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সেভাবেই শুয়ে ছিলেন অর্থাৎ রান বা হাঁটু থেকে কাপড় সরেই ছিলো। অতঃপর ধাই হালিমা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا এর **ভাগ্য সুপ্রন্নকারী রাসূল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর তৃতীয় খলীফা হযরত সায়্যিদুনা ওসমানে গনী رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ এলেন এবং তিনি رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ ভেতরে আসার অনুমতি প্রার্থনা করলেন, তখন রব তায়ালা থেকে নেয়ামত আনয়নকারী **আক্বা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم উঠে বসলেন এবং কাপড় ঠিক করে নিলেন। এরপর হযরত সায়্যিদুনা ওসমানে গনী رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ কে ভেতরে আসার অনুমতি দিলেন।

উম্মুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দীকা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا বলেন: যখন তাঁরা চলে গেলেন তখন আমি অসহায়দের সহায় আক্বা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে জিজ্ঞাসা করলাম: **ইয়া রাসুলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! এমকি কারণ ছিলো যে, আমার সম্মানিত পিতা আমিরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ এলেন কিন্তু আপনি পূর্বের ন্যায় শুয়ে ছিলেন এবং কোন নড়াচড়াও করলেন না। কিন্তু যখন হযরত সায়্যিদুনা ওসমানে গনী رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ এলেন তখন আপনি উঠে বসে গেলেন এবং কাপড় ঠিক করে নিলেন? হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দীকা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا এর এই প্রশ্নের উত্তরে আমরা গুনাহগারদের শাফায়াতকারী **আক্বা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: আমি কি সেই ব্যক্তিকে লজ্জা করবো না, যাকে ফিরিশতারাও লজ্জা করে।

(মুসলিম, বাবু ফাযায়িলে ওসমান ইবনে আফফান, ১৩০৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-২৪০২)

বর্ণনাকৃত হাদীসে পাকে রান মুবারক থেকে কাপড় সরে পরার উল্লেখ রয়েছে, এর ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ বলেন: এর অর্থ এই নয় যে, (রান) একেবারেই নগ্ন ছিলো, এর অর্থ এরূপ হতে পারে যে, রান থেকে জামা সরে গিয়েছিলে, তেহবন্দ শরীফ আপন স্থানেই ছিলো। **(মিরাতুল মানাজিহ, ৮/৩৯২)**

হে আশিকানে সাহাবা ও আহলে বাইত! আমিরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা ওসমানে গনী رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ এর শরম ও লজ্জা সম্পর্কে কি আর বলবো যে, **উম্মতকে সুসংবাদ প্রদানকারী আক্বা** رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ ও তাঁকে লজ্জা করতেন। তিনি رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ খুবই উত্তম গুণাবলী সম্পন্ন ছিলেন, এমনকি জাহেলিয়্যতের যুগেও তিনি رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ

অনেক মন্দ কাজ থেকে দূরে ছিলেন, তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ স্বয়ং নিজের সম্পর্কে বলেন: আমি না কখনো অহেতুক গান গুনগুন করেছি আর না এর আশা করেছি, জাহেলিয়্যতের যুগ এবং ইসলামী যুগ উভয় যুগে কখনো মদ পান করিনি এবং যখন থেকে আমি **অতীব সুন্দরের আধার আক্বা** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর নিকট বাইয়াত হয়েছি, তখন থেকে আমার ডান হাতে আমার লজ্জাস্থান স্পর্শ করিনি।

(তারিখ ইবনে আসাকির, ৩৯/২২৫)

মাদানী আক্বা صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর লাজ-লজ্জা

প্রিয় আশিকানে রাসূল! ভাবুন তো একবার! যেখানে একজন সাহাবীর লাজ-লজ্জার এই অবস্থা, সেখানে স্বয়ং লাজ-লজ্জার প্রতিবিম্ব **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর লজ্জাশীলতার কি অবস্থা হবে। যেমনটি;

মাদানী আক্বা صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর লজ্জাশীলতা সম্পর্কে প্রসিদ্ধ সাহাবী হযরত সায়িদুনা আবু সাঈদ খুদুরী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলেন: **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী, হুযুর পূরনূর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর চাইতেও বেশী লজ্জাশীল ছিলেন, যেমন কোন কুমারী নারী পর্দার মধ্যে লজ্জাবতী হয়ে থাকে।

(মিশকাত, কিতাব আহওয়ালুল কিয়ামাহ, ২/৩৪৫, হাদীস নং-৫৮১৩)

হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ বর্ণিত হাদীসে পাকের ব্যাখ্যায় বলেন: কুমারী নারীর যখন বিয়ের সময় ঘনিয়ে আসে তখন তাকে ঘরের এক কোণে বসিয়ে রাখা হতো। সেই যুগে মেয়েরা খুবই লজ্জাবতী হতো, পরিবারের লোকেদেরও লজ্জা করতো, কারো সাথে খোলামেলা কথা বলতো না, **হুযুর নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর লজ্জা এর চাইতেও বেশী ছিলো, লজ্জা মানুষের বিশেষ রত্ন, ঈমান যতই শক্তিশালী হবে, লজ্জাও তত বেশী হবে।

(মীরাতুল মানাযিহ, ৮/৭৩)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب!　　صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমরা যতই **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর যুগ থেকে দূরে সরে আসছি, আমলহীনতা ও নির্লজ্জতার অন্ধকারে আরো বেশি নিমজ্জিত হয়ে যাচ্ছি। অন্যান্য মন্দ কাজের পাশাপাশি পর্দাহীনতা, নির্লজ্জতা এবং কুদৃষ্টির ধ্বংসলীলা আমাদের সমাজকে ধ্বংসের শেষ সীমায় এনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে।

مَعَاذَ الله عَزَّوَجَلَّ অবস্থা এখন এতই প্রবল আকার ধারন করেছে যে, পর্দা সম্পন্না পরিবারকে পুরনো চিন্তাধারার এবং যুগের পরিবর্তনের অনুসারে না চলা বলে তাদের প্রতি বিদ্রুপের তীর নিক্ষেপ করা হয়, আর অপরদিকে পর্দাহীনতা ও অশ্লিলতাকে প্রসারকারীকে খুবই উৎসাহ প্রদান করা হয়, পর্দাকারী ও কারীনিদেরকে মোল্লা মোল্লা বলে ঠাট্টা করা হয়, যদি কোন আশিকে রাসূল মাধায় পাগড়ী এবং চেহারায় মুস্তফার সুন্নাত সাজিয়ে কখনো কোন অনুষ্ঠানে চলে যায় এবং কুদৃষ্টি দেয়া থেকে বিরত থাকে তবে বেচারাকে বিভিন্ন ধরনের বিদ্রুপ করা হয়। কেউ বলে, খোল এই পাগড়ী! কেউ বলে, ব্যস ছাড়ো! আমরা জানি! তুমি অনেক পর্দা করো, অনুরূপভাবে পর্দাশীল ইসলামী বোনকে এভাবে বিদ্রুপ করা হয় যে, দুনিয়া অনেক উন্নতি করেছে আ রতুমি এখনো পুরনো ভাব ধরে আছো!, ধর্মে এতো কঠোরতা নেই, **"শুধুমাত্র অন্তরের পর্দা যথেষ্ট"** مَعَاذَ الله عَزَّوَجَلَّ।

"শুধুমাত্র অন্তরের পর্দা যথেষ্ট" এরূপ বলা কেমন?

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه কে প্রশ্ন করা হলো: **"শুধুমাত্র অন্তরের পর্দা যথেষ্ট"** এর বাস্তবতা কী? তিনি دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বলেন: এটা শয়তানের অনেক বড় এবং মন্দ আক্রমন আর এই নিকৃষ্ট বাক্য দ্বারা কোরআনে পাকের সেই সকল আয়াতকে অস্বীকার করা সাব্যস্ত হয়, যাতে শরীরকে পর্দায় গোপন করার হুকুম রয়েছে। যেমন;

২২তম পারার সূরা আহযাবের ৩৩ নম্বর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে:

وَقَرْنَ فِيْ بُيُوْتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْاُوْلٰى

(পারা ২২, সূরা আহযাব, আয়াত ৩৩)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর নিজেদের ঘর সমূহে অবস্থান করো এবং বেপর্দা থেকো না যেমন পূর্ববর্তী জাহেলী যুগের পর্দাহীনতা।

তাফসীরে সীরাতুল জিনান ৮ম খন্ডের ২১ পৃষ্ঠায় এই আয়াতে মুবারাকার আলোকে লিখেন: অর্থাৎ যেমনিভাবে পূর্বের জাহেলিয়্যতের মহিলারা বেপর্দা থাকতো, তেমনিভাবে তোমরা বেপর্দা হয়ো না। পূর্ববর্তি ও পরবর্তি জাহেলিয়্যতে যুগ সম্পর্কে মুফাসসীরদের বিভিন্ন উক্তি রয়েছে, তা থেকে একটি উক্তি হলো যে,

পূর্ববর্তি জাহেলিয়্যত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ইসলামের পূর্ব যুগ, সেই যুগে মহিলারা দম্ভ সহকারে বের হতো এবং নিজের সাজ-সজ্জা এবং সৌন্দর্য্য প্রকাশ করতো যেনো পর পুরুষরা তাদের দেখে, এমন পোষাক পরিধান করতো, যাতে শরীরের অঙ্গ ভালভাবে ঢাকতো না এবং পরবর্তি জাহেলিয়্যত দ্বারা শেষ জামানা উদ্দেশ্য, যাতে লোকেদের কর্ম পূর্ববর্তিদের ন্যায় হয়ে যাবে।

(খাযিন, আল আহযাব, ৩৩নং আয়াতের পাদটিকা, ৩/৪৯৯। জালালাঈন, আল আহযাব, ৩৩নং আয়াতের পাদটিকা, ৩৫৪ পৃষ্ঠা)

(মনে রাখবেন!) যে ব্যক্তি দেহের পর্দাকে সম্পুর্ণরূপে অস্বীকার করবে আর বলবে: **"শুধুমাত্র অন্তরের পর্দা যথেষ্ট"** তার ঈমান চলে যাবে। আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: "এই ধারণা করা যে, বাত্বিন (অর্থাৎ অন্তর) পরিষ্কার হওয়া উচিত, জাহির (বাহ্যিক) যেমনই হোক না কেন, এটা ভ্রান্ত ধারণা। হাদীসে পাকে বলা হয়েছে: "যদি তার অন্তর ঠিক থাকে তবে জাহির (বাহ্যিক) নিজে নিজেই ঠিক হয়ে যায়।" **(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২২/৬০৫) (পর্দা সম্পর্কীত প্রশ্নোত্তর, ১৬১-১৬৩ পৃষ্ঠা)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সাধারণত জীবনে মানুষকে তিনটি অবস্থার মধ্য দিয়ে অতিক্রম করতে হয়। (১) শিশুকাল (২) যৌবনকাল এবং (৩) বৃদ্ধকাল। শিশুকালে মানুষের আগ্রহ খেলাধুলার দিকেই বেশী ধাবিত হয়, বৃদ্ধ বয়সে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ খুবই দূর্বল হয়ে যায়, রোগ বালাই এসে ভর করে, গুনাহের দিকে কম ধাবিত হয় এবং ইবাদতের দিকে আগ্রহ বেড়ে যায় আর যৌবনকাল সেই গুরুত্বপূর্ণ অবস্থা, যখন মানুষের মনে নফসের চাহিদার প্রভাব বেশী হয়ে থাকে, কেননা জীবনের এই অংশে শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সুস্থ্য থাকে আর যৌবনের উন্মত্ততায় মত্ত হয়ে নিজের জীবনের লক্ষ্যকে ভুলে যায় এবং জীবনের এই মূল্যবান সময়কে **আল্লাহ তায়ালার** সন্তুষ্টিমুলক কাজে অতিবাহিত করার পরিবর্তে অশ্লীল কাজে নষ্ট করে দেয়। সুতরাং যুব সমাজকে অশ্লীলতার ধ্বংসলীলা থেকে বাচাঁনোর জন্য বুযুর্গানে দ্বীনের رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالٰى উদাহরনিয় জীবনোপায় এক আইডিয়াল স্বরূপ, এই নেক ব্যক্তিদেরকেও নফস ও শয়তান লাখো মন্দ কাজে প্ররোচনা করতো কিন্তু এই পবিত্র স্বত্বারা ভরা যৌবনেও লাজ-লজ্জার আচঁল শক্তভাবে আঁকড়ে থাকতেন এবং এর প্রতিদান স্বরূপ **আল্লাহ**

তায়ালার পক্ষ থেকে দান ও দয়ার উপযোগী সাব্যস্ত হয়। আসুন! এমনি এক লজ্জাশীল যুবকের ঈমান তাজাকারী ঘটনা শ্রবণ করি।

নিশ্চয় আমাকে দু'টি জান্নাত দান করা হয়েছে

হযরত সায়িদুনা ওমর ফারূকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ এর মুবারক যুগে এক যুবক অত্যন্ত মুত্তাকী, পরহেযগার ও ইবাদতগুজার ছিলো। হযরত সায়িদুনা ওমর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ নিজেও তাঁর ইবাদত দেখে হতবাক হতেন। যুবকটি ইশার নামায মসজিদে আদায় করার পর নিজের বৃদ্ধ পিতার সেবা করার জন্য যেতো। রাস্তায় এক সুন্দরী নারী তাঁকে ডাকতো। কিন্তু যুবকটি সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করেই দৃষ্টিকে নিচের দিকে করে চলে যেতো। অবশেষে একদিন সেই যুবকটি শয়তানের প্ররোচনা এবং সেই মহিলাটির ডাকে মন্দ উদ্দেশ্য নিয়ে তার দিকে অগ্রসর হলো। কিন্তু সে যেই দরজায় গিয়ে পৌঁছালো, তখন **আল্লাহ তায়ালা**র এই মহান ফরমানটি স্মরণে এসে গেলো:

اِنَّ الَّذِیۡنَ اتَّقَوۡا اِذَا مَسَّهُمۡ طٰٓئِفٌ مِّنَ الشَّیۡطٰنِ تَذَكَّرُوۡا فَاِذَا هُمۡ مُّبۡصِرُوۡنَ ﴿۲۰۱﴾

(পারা-৯, সূরা আরাফ, আয়াত-২০১)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ নিশ্চয় ওই সব লোক, যারা তাক্বওয়ার অধিকার হয়, যখনই তাদেরকে কোন শয়তানী খেয়ালের ছোয়া স্পর্শ করে, তখন তারা সাবধান হয়ে যায়; তৎক্ষণাৎ তাদের চোখ খুলে যায়।

এই আয়াতে মুবারাকা স্মরণে আসার সাথে সাথে তাঁর মনে **আল্লাহ্ তায়ালা**র ভয় এমনভাবে প্রভাব বিস্তার করলো যে, সে বেহুশ হয়ে মাটিতে পড়ে গেলো। যখন সে অনেকক্ষণ পর্যন্ত ঘরে পৌঁছায়নি, তখন তাঁর বৃদ্ধ পিতা তাঁকে খুঁজতে খুঁজতে সেখানে চলে এলো এবং লোকজনের সাহায্যে তাঁকে সেখান থেকে উঠিয়ে ঘরে নিয়ে এলো। হুশ ফিরে আসার পর পিতা তাঁর কাছে ঘটনার কথা জিজ্ঞাসা করলো। যুবকটি সম্পূর্ণ ঘটনা ব্যক্ত করার পর যখনই পবিত্র আয়াতটির কথা উল্লেখ করলো, তখন আবারো তাঁর মাঝে **আল্লাহ তায়ালা**র ভয় তীব্র হয়ে দেখা দিলো। সে তখন জোরে একটি চিৎকার দিয়ে উঠলো অতঃপর তাঁর নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে গেলো। রাতারাতি তাঁর কাফন-দাফনের ব্যবস্থা করা হলো। সকালে ঘটনাটি যখন হযরত সায়িদুনা ওমর

ফারুক رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর নিকট উপস্থাপন করা হলো, তখন তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ শোক জ্ঞাপনার্থে তাঁর পিতার নিকট তাশরিফ নিয়ে গেলেন। তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ তাঁকে বললেন: রাতেই কেন আমাকে জানালেন না? তাহলে আমিও জানাযায় অংশগ্রহন করতাম। তিনি আরয করলেন: হে আমীরুল মুমিনীন! আপনার আরামের কথা ভেবে আপনাকে জানানো সমীচীন মনে করিনি। তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বললেন: আমাকে তার কবরে নিয়ে চলুন। সেখানে গিয়ে তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এই আয়াতটি পাঠ করলেন:

وَ لِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ جَنَّتٰنِ ﴿۴۶﴾

(পারা ২৭, সূরা রহমান, আয়াত ৪৬)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং যে ব্যক্তি আপন রবের সম্মুখে দন্ডায়মান হওয়াকে ভয় করে তার জন্য দু'টি জান্নাত রয়েছে।

তখন কবরের ভেতর থেকে সেই যুবকটি উচ্চ আওয়াজে বললো: হে আমীরুল মুমিনীন! নিশ্চয় আমার পালনকর্তা আমাকে দুইটি জান্নাত দান করেছেন।

(শরহুস সুদূর, পৃষ্ঠা ২১৩)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

হে আশিকানে রাসূল! শুনলেন তো আপনারা, **আল্লাহ** ওয়ালারা যৌবনেও ইবাদত করা এবং অশ্লীলতা থেকে বাঁচার কিরূপ মাদানী মানসিকতা ছিলো যে, যুবকাবস্থায় অধিকাংশ সময় **আল্লাহ তায়ালার** ইবাদত এবং পিতা-মাতার সেবায় অতিবাহিত করতেন, এই মহান ব্যক্তিরা শয়তানের কৌশল সম্পর্কে সর্বদা সতর্ক থাকতেন আর এই কারণেই গুনাহ থেকে বাঁচার ক্ষমতা থাকার পরও নিজের দৃষ্টিকে বাঁচিয়ে রাখতেন এবং নিজের পবিত্র স্বত্বাকে অশ্লীল কাজ দ্বারা মলিন করা থেকে বাঁচিয়ে রাখতেন। মনে রাখবেন! শয়তান মুসলমানদের প্রাণঘাতি শত্রু, তার পুরোদমে চেষ্টা থাকে, যেকোন ভাবেই মুসলমান নেককার লোকেদের পথ থেকে সরিয়ে অন্যায় ও পাপের পথে পরিচালিত করার, যাতে সমাজ থেকে লজ্জার অস্থিত্ব বিলীন হয়ে যায় এবং নির্লজ্জতা ও অশ্লীলতা সবত্র ছড়িয়ে পড়ে। সুতরাং বুদ্ধিমানের উচিৎ যে, সেই লাজ-লজ্জার অগ্রদূত অর্থাৎ পুর্ববর্তী বুযুর্গদের رَحِمَهُمُ اللّٰہُ تَعَالٰی আচঁলকে শক্তভাবে আকঁড়ে ধরা এবং অভিশপ্ত শয়তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ অব্যাহত রাখা আর কখনোই শয়তানের প্ররোচনায় কর্নপাত না করা এবং অভিশপ্ত শয়তানের প্ররোচনা

থেকে বাঁচার জন্য আশিকানে রাসূলের সাথে সময় অতিবাহিত করার চেষ্টা করা, যারা তাকে নফস ও শয়তানের প্ররোচনার প্রতি সজাগ রাখে।

১২টি মাদানী কাজের মধ্যে একটি "সাপ্তাহিক মাদানী দাওরা"

اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ আশিকানের রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত আশিকানে রাসূলের সহচর্যে এসে যান, তাদের সাথে আপনার সময় অতিবাহিত করুন এবং তাদের সাথে মিলেমিশে আপনিও ১২টি মাদানী কাজকে আরো ব্যাপকভাবে প্রসারের কাজে **দা'ওয়াতে ইসলামী**কে সহায়তা করুন। মনে রাখবেন! যেলী হালকার ১২টি মাদানী কাজের মধ্যে একটি মাদানী কাজ হচ্ছে **"সাপ্তাহিক মাদানী দাওরা"**। **"মাদানী দাওরা"**য় ঘরে ঘরে, দোকানে দোকানে গিয়ে নেকীর দাওয়াত দেয়া হয়, যেলী হালকায় সাপ্তাহিক মাদানী দাওরা করার পাশাপাশি মাদানী কাফেলার জাদুয়াল অনুযায়ী প্রতিদিন **"মাদানী দাওরা"** করা হয়ে থাকে।, اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ এই মাদানী কাজের অসংখ্য দ্বীনি ও দুনিয়াবী উপকারীতা (Benefits) রয়েছে, যেমন; **"মাদানী দাওরা"** এর বরকতে এলাকায় ব্যাপকভাবে মাদানী কাজ প্রসারিত হয়। **"মাদানী দাওরা"** এর বরকতে নতুন নতুন ইসলামী ভাই মাদানী পরিবেশের নৈকট্য লাভ করে। **"মাদানী দাওরা"** এর বরকতে বেনামাযীদের নামাযী বানানোর সৌভাগ্য নসীব হয়। **"মাদানী দাওরা"** এর বরকতে আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর দোয়া অর্জিত হয়। **"মাদানী দাওরা"**র বরকতে নেকীর দাওয়াত দেয়ার সুযোগ অর্জিত হয়। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ নেকীর দাওয়াত দেয়া এবং মন্দ কাজ থেকে বারণ করা খুবই মহান একটি কাজ।

হাদীসে পাকে রয়েছে: **নেকীর আদেশ প্রদানকারী, মন্দ কাজ থেকে বারণকারী আক্বা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم থেকে আরয করা হলো: মানুষের মধ্যে উত্তম কে? ইরশাদ করলেন: আপন **রব তায়ালা**কে অধিকহারে ভয়কারী, আত্মীয়ের সাথে অধিকহারে সদাচারণকারী, অধিকহারে নেকীর আদেশ প্রদানকারী এবং মন্দ কাজ থেকে বারণকারী। **(শুয়াবুল ঈমান, বাবু ফি সিলাতু আরহাম, ৬/২২০, হাদীস নং- ৭৯৫)**

১২টি মাদানী কাজের মধ্যে সাপ্তাহিক একটি মাদানী কাজ **"মাদানী দাওরা"** এর বিস্তারিত জানার জন্য মাকতাবাতুল মদীনার রিসালা **"মাদানী দাওরা"** অধ্যয়ন

করুন, সকল **দা'ওয়াতে ইসলামী** ওয়ালা এই রিসালাটি অবশ্যই অধ্যয়ন করুন। এই রিসালাটি মাকতাবাতুল মদীনা থেকে উপযুক্ত মূল্যে সংগ্রহ করা যাবে এবং **দা'ওয়াতে ইসলামী**র ওয়েব সাইট সাইট www.dawateislami.net থেকেও পড়তে পারবেন।

এই রিসালা অধ্যয়ন করার বরকতে আপনি জানত পারবেন ✲ নেকীর দাওয়াতে দেয়ার শরয়ী হুকুম ✲ নেকীর দাওয়াত দেয়ার **১৩**টি ফযীলত ও উপকারীতা ✲ নেকীর দাওয়াতের পূর্বের দোয়া ✲ **মাদানী দাওরা**র মাদানী ফুল ✲ **মাদানী দাওরা**র পদ্ধতি ✲ **মাদানী দাওরা**র আদব ✲ **মাদানী দাওরা** সম্পর্কে মারকাযী মজলিশে শুরার মাদানী মাশওয়ারার নির্বাচিত মাদানী ফুল ইত্যাদি।

আসুন! উৎসাহ গ্রহনার্থে **"মাদানী দাওরা"** এর একটি মাদানী বাহার শ্রবণ করি:

মসজিদ আবাদ হয়ে গেলো

বাবুল মদীনার (করাচী) এক ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনা হলো যে, আমাদের মাদানী কাফেলা পাঞ্জাব শহরের একটি মসজিদে পৌঁছলো। দরজায় তালা লাগানো ছিলো, অনেক চেষ্টা করে চাবি জোগাড় করলাম, দরজা খুলতেই দেখলাম চারিদিকে ধুলোবালিতে ভরা, এমন লাগছে যেনো অনেকদিন ধরে মসজিদ বন্ধ হয়ে আছে, আমরা মিলেমিশে পরিস্কার করলাম, আসরের নামাযের পর মাদানী দাওরা করার জন্য খেলার মাঠে গেলাম এবং খেলায় রত যুবকদেরকে নেকীর দাওয়াত দিলাম। اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ অনেক যুবক সাথে সাথেই আমাদের সাথে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলো, মসজিদে এসে আমাদের সাথে নামায পড়ার এবং সুন্নাতে ভরা বয়ান শ্রবণ করার সৌভাগ্য অর্জন করলো, আমাদের ইনফিরাদী কৌশিশে তারা মসজিদটিকে আবাদ করার নিয়্যত করে নিলো। এই দৃশ্য দেখে সেখানে বিদ্যমান ৭০ বছরের এক বৃদ্ধ অশ্রুসিক্ত হয়ে বলতে লাগলো: আমি তো মানুষদেরকে মসজিদ আবাদ করার জন্য বলত থাকতাম, কিন্তু আমার কথা কেইবা শুনতো? اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ আজ আশিকানে রাসূলের বরকতে আমাদের মসজিদ আবাদ হয়ে গেলো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সমাজের অবনতি ও উন্নতির মধ্যে নারীর একটি বড় ভূমিকা রয়েছে, যেমন; যদি নারী নেককার, পরহেযগার এবং লজ্জাবতী হয়

তবেই এই গুনাবলী তার বংশধরদের মঝেও পরিবর্তিত হয়ে আসবে, সুতরাং নারীদের উচিৎ যেন নাজায়িয ফ্যাশন, অপ্রয়োজনে শপিং সেন্টার, বাজার, পার্ক, নারী পুরুষের মিশ্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং নির্লজ্জতাপূর্ণ স্থানের সৌন্দর্য্য বর্ধণ না করে উম্মাহাতুল মুমিনিন رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُنَّ اَجۡمَعِیۡن এবং **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর শাহাজাদীদের رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُنَّ পবিত্র আচার ও আচরণ থেকে শিক্ষা গ্রহন করে চাদর এবং চার দেয়ালের মধ্যেই থাকাকে নিজের অভ্যাসে পরিনত করা, কেননা তাঁরাই সেই পবিত্রতম নারী স্বত্বা, যাদের মধ্যে লাজ-লজ্জার মূল পদার্থটি অধিকহারে ছিলো। বিশেষত **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর প্রিয় শাহাজাদী খাতুনে জান্নাত رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا এর লজ্জার অবস্থা তো দেখার মতো এবং অনুস্বরণীয় দৃষ্টান্ত। আসুন! শাহাজাদীয়ে কাওনাঈন সায়্যিদা বিবি ফাতিমা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا এর অতুলনীয় লাজ-লজ্জা সম্পর্কীত একটি ঈমান তাজাকারী ঘটনা শ্রবণ করি।

অতুলনীয় সত্তার অতুলনীয় পর্দা

সুলতানে মদীনা صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর জাহেরী (প্রকাশ্য) ওফাতের পর খাতুনে জান্নাত, শাহাজাদীয়ে কওনাইন, হযরত সায়িদাতুনা ফাতেমাতুয যাহারা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا এর **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর বিরহ এমনভাবে পেয়ে বসেছিলো যে, তাঁর ঠোঁটে মুচকি হাসি পর্যন্ত বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো! তাঁর ওফাতের পূর্বে শুধুমাত্র একবারই মুচকি হাসতে দেখা গিয়েছিলো। এই ঘটনাটা কিছুটা এরূপ, হযরত সায়িদাতুনা খাতুনে জান্নাত رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا এর এই উদ্বেগ ছিলো যে, আমি তো সারা জীবন পর-পুরুষের দৃষ্টি থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রেখেছি, এখন যদি মৃত্যুর পর আমার কাফন পরিহিত লাশে মানুষের দৃষ্টি পড়ে যায়! কোন এক সময় হযরত সায়িদাতুনা আসমা বিনতে উমাইস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا বলেন: আমি হাবশায় দেখেছি যে, জানাযার সাথে গাছের ডাল বেঁধে দোলনার মতো বানিয়ে তার উপর পর্দা লাগিয়ে দেয়া হয়েছিলো। অতঃপর আমি খেজুরের ডাল আনিয়ে, তা জুড়ে তার উপর কাপড় লাগিয়ে সায়্যিদা খাতুনে জান্নাত رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا কে দেখালাম। তিনি খুবই খুশি হলেন এবং ঠোঁটে মুচকি হাসি এসে গিয়েছিলো। ব্যস এই এক মুচকি হাসিই ছিলো যা **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর জাহেরী ওফাতের পর দেখা গিয়েছিলো।

(জযবুল কুলুব ইলা দিয়ারিল মাহবুব, ১৫৯ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো যে, **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জাহেরী ওফাতের পর হযরত সায়্যিদাতুনা ফাতেমাতুয যাহারা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا এর মাঝে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বিরহ প্রাধান্য বিস্তার করেছিলো, কিন্তু তারপরও তিনি رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত লজ্জার চাদর শক্তভাবে আকঁড়ে ধরেছিলেন। তাঁর শুধু এই ভাবনাই ছিলো যে, যেন মৃত্যুর পর আমার কাফন কোন পর-পুরুষের নজরে না পড়ে।

সন্তান হারিয়েছি, লজ্জা হারায়নি!

অনুরূপভাবে সাহাবীয়ায়ে রাসুল হযরত সায়্যিদাতুনা উম্মে খাল্লাদ رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا এর একটি ঘটনা রয়েছে যে, এক যুদ্ধে তাঁর ছেলে শহীদ হয়ে গেলো। তিনি رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا এ ব্যাপারে জানার জন্য চেহারায় নেকাব লাগিয়ে পর্দা সহকারে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থিত হলেন, এতে কেউ আশ্চার্য হয়ে বললেন: এমন মুহূর্তেও আপনি মুখে নেকাব পড়ে আছেন! তিনি رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا বলতে লাগলেন: **আমি সন্তান হারিয়েছি ঠিকই, লজ্জা শরম হারায়নি।**

(সুনানে আবী দাউদ, খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-৯, হাদীস নং-২৪৮৮)

হে আশিকানে সাহাবা ও আহলে বাইত! শুনলেন তো আপনারা যে, সন্তান শহীদ হওয়ার পরও সায়্যিদাতুনা উম্মে খাল্লাদ رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا **"পর্দা"** ঠিক রেখেছেন। কিন্তু আফসোস! বর্তমানে সর্বত্র বেপর্দা ও অশ্লিলতা তার গোড়াপত্তন করে রেখেছে। মনে রাখবেন! শয়তান এটিই চায় যে, যেকোনভাবে নারীকে বেপর্দা করে লাজ-লজ্জাকে ভেঙ্গে চুরমার করে দেয়া এবং পুরুষদের কুদৃষ্টির আপদে নিক্ষেপ করে তাদেরকেও **আল্লাহ তায়ালার** অসন্তুষ্টি এবং জাহান্নামের আযাবের যোগ্য বানিয়ে দেয়া। তাই তো শয়তান ও তার অনুসারীরা প্রথমে এই শ্লোগান প্রসার করলো যে, **"নারী-পুরুষ সমান"**। আমাদের নারীরা মনে করতে লাগলো যে, এর দ্বারা সমাজে তাদের সম্মান ও মর্যাদা দেয়া হচ্ছে, অথচ এই বাক্যের উদ্দেশ্য এই নারীজাতিদের বোকা বানিয়ে তাদের সৌন্দর্য্যকে নিজের আর্থিক উপকারীতার উপায় বানিয়ে নিলো, বরং এখন তো مَعَاذَ الله عَزَّوَجَلَّ যুবতী নারীদের সাথে হাত মিলানোকেও (Handshake) মন্দ কাজ মনে করা হয় না।

মনে রাখবেন! পরনারীর সাথে হাত মিলানো নাজায়িযও হারাম এবং জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মতো কাজ এবং হাদীসে পাকে এর কঠোর নিন্দা বর্ণনা করা হয়েছে।

লোহার পেরেক

হযরত সায়্যিদুনা মা'কীল বিন ইয়াসার رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ থেকে বর্ণিত, **নবীয়ে করীম, রউফুর রহীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: তোমাদের মধ্যে কারো মাথায় লোহার পেরেক গেঁথে দেয়া এটা এর চেয়ে উত্তম যে, সে এমন কোন মহিলাকে স্পর্শ করবে, যা তার জন্য হালাল নয়। (মু'জামুল কবীর, ২০/২১১, হাদীস নং- ৪৮৬) অপর এক বর্ণনায় এমনও বর্ণিত হয়েছে, যে কোন পরনারীর সাথে হাত মিলালো, তবে সে কিয়ামতের দিন এই অবস্থায় আসবে যে, তার হাত আগুনের শিখল দ্বারা গর্দানের সাথে বাধা থাকবে। (কুররাতুল উয়ুন, ৩৮৯ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

ইন্টারনেটের ধ্বংসলীলা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সোশ্যাল মিডিয়ার উদাহরণ একটি ছুরির ন্যায়, যার সঠিক এবং ভুল উভয় ব্যবহার রয়েছে, কিন্তু আফসোস! আমাদের সমাজে সোশ্যাল মিডিয়ার ভুল ব্যবহার অনেক বেশি, সোশ্যাল মিডিয়ায় বিদ্যমান অশ্লিল বিষয়াদী এবং কাহিনী, অশ্লিল ছবি এবং মানবিক চাহিদাকে বিভ্রান্তকারী অশ্লিল ভিডিও যুব সমাজের চরিত্র ও আচরণ এবং অভ্যাসকে ধ্বংস করে দিচ্ছে, সারা রাত সোশ্যাল মিডিয়ায় নির্মমভাবে নিজের টাকা এবং মূল্যবান সময় নষ্ট করা, মিথ্যা বলা, মানুষকে ধোকা দেয়া, ব্লাকমেইল করার মতো মন্দ কাজ সমূহ আমাদের সমাজে যুবকদের মাঝে দ্রুততার সাথে প্রসার হচ্ছে, পূর্বে তো সোশ্যাল মিডিয়ার ব্যবহার সীমাবদ্ধ ছিলো, কিন্তু যখনই এই সুবিধা মোবাইলে এসেছে, তখন অল্প বয়সি শিশুরাও এই রোগে আক্রান্ত হয়ে নিজের ভবিষ্যতকে নষ্ট করছে, এই রোগে আক্রান্ত যুব সমাজ শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়ে সমাজে কোন গুরুত্বপূর্ণ মর্যাদা পাওয়ার পরিবর্তে চরিত্র ও বিচার বুদ্ধি হারিয়ে সমাজে অপমান ও অপদস্ত হতে দেখা যাচ্ছে। আসুন! সোশ্যাল মিডিয়ার কিছু ক্ষতি সম্পর্কে শ্রবণ করি।

সোশ্যাল মিডিয়ার ধ্বংসলীলা

(১) ধর্মীয় ক্ষতিঃ

অক্টোবর ২০১৭ ইং এর **"মাসিক ফয়যানে মদীনা"**র ৩৩ পৃষ্ঠায় রয়েছেঃ সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারকারীদের গুনাহ সমূহ বিশেষ করে কুদৃষ্টি থেকে বাঁচা খুবই কঠিন, যেহেতু সোশ্যাল মিডিয়ায় বদ মাযহাব এবং বেদ্বীন লোকেদের অধিকহারে পাওয়া যায়, তাই অনেক সময় একজন সাধারণ মুসলমানের তাদের প্ররোচনায় এসে পথভ্রষ্ট বা বেদ্বীন হওয়ার খুবই সম্ভাবনা থাকে।

(২) শারীরিক ক্ষতিঃ

সোশ্যাল মিডিয়া একাউন্টস হয়তো মোবাইলে ব্যবহার করা হয় অথবা কম্পিউটারে এবং উভয়েই বিশেষকরে দৃষ্টির উপর তাছাড়া ব্যবহারের পদ্ধতি সঠিক না হওয়ার কারণে শরীরের পেশীতে মন্দ প্রভাব পরে।

(৩) শিক্ষাগত ক্ষতিঃ

শিক্ষা তা দ্বীনি হোক বা দুনিয়াবী, এতে সফলতার জন্য সময়ের সঠিক ব্যবহার খুবই আবশ্যক এবং সোশ্যাল মিডিয়া এর চেয়ে বেশি সময় নষ্টকারী সম্ভবত অন্য আর কিছু নাই। ভবিষ্যতে হয়তো উম্মত বিশুদ্ধ ওলামা, ভাল ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার পাবে না (কেননা সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করার কারণে ছাত্রদের অধিকাংশ সময় তো নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।)

(৪) সামাজিক ক্ষতিঃ

যদিও সোশ্যাল মিডিয়ার কারণে এক স্থানে বসে পুরো দুনিয়ায় যেকোন সময় যোগাযোগ করা যায়, কিন্তু আপনজনদের থেকে দূরত্ব বেড়ে গেছে, মা, বাবা এবং সন্তান আপন আপন সোশ্যাল মিডিয়া একাউন্টে ব্যস্ত থাকে এবং একে অপরকে সময়ও দিতে পারে না।

(৫) অর্থনৈতিক ক্ষতিঃ

বিভিন্ন প্যাকেজ ইত্যাদির কারণে অনেক টাকা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এই সময় ও টাকার সঠিক ব্যবহার করে অর্থনৈতিকভাবে নিজেকে অনেক শক্তিশালী করা যেতে

পারে। **আল্লাহ তায়ালা** আমাদেরকে আমাদের সময়ের গুরুত্ব দেয়া নসীব করুক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم (মাসিক ফয়যানে মদীনা, অক্টোবর ২০১৭ ইং, ৩৩ পৃষ্ঠা)

হে আশিকানে রাসূল! আপনারা শুনলেন যে, সোশ্যাল মিডিয়ার কিরূপ ধ্বংসযজ্ঞতা রয়েছে এবং এর কারণে সমাজে কি ধরনের অপরাধ মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে। সুতারাং চতুরতা এতেই যেম কাজ কর্ম থেকে অবসর হয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় সময় নষ্ট করার পরিবর্তে নিজের পরিবারের লোকজনকে সময় দেয়া, ইবাদত ও রিয়াযত, যিকির ও দরূদ, আখিরাতের চিন্তা, পিতা-মাতার আনুগত্য, সন্তানের মাদানী প্রশিক্ষণ, মাদানী কাজে ব্যস্ততা, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এবং মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব সমূহ অধ্যয়ন করাতে সময় অতিবাহিত করা। হ্যাঁ! যাদের জন্য আসলেই সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করা প্রয়োজন, যেমন; সাংগঠনিক যিম্মাদারগন, অনুরূপভাবে জ্ঞান পিপাসু ব্যক্তিত্ব ইত্যাদি তবে তারা সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করাতে সমস্যা নাই। কিন্তু মনে রাখবেন! এতেও এই সতর্কতা আবশ্যক যে, যতটুকু প্রয়োজন শুধুমাত্র ততটুকুই ব্যবহার করা, এমন যেনো না হয়, শয়তান এর উপর ভিত্তি করে অপ্রয়োজনে বা ভুল ব্যবহারের দিকে নিয়ে যায়।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র যিম্মাদারগন সোশ্যাল মিডিয়া দ্বারা কিভাবে উপকারীতা লাভ করবে এবং কিভাবে এর সাহায্য দ্বীনের খেদমত করবে। তবে আসুন! সোশ্যাল মিডিয়ার কিছু গুরুত্বপূর্ণ উপকারীতা সম্পর্কে শ্রবণ করি যে, এটি দ্বীনের কাজে কিভাবে সাহায্যকারী হিসেবে প্রমানিত হয়।

সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে দ্বীনের খেদমত

(১) নেকীর দাওয়াতের মাধ্যম:

নভেম্বর ২০১৭ ইং এর "**মাসিক ফয়যানে মদীনা**"র ৫৩ নং পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ রয়েছে: সোশ্যাল মিডিয়ার বিশুদ্ধ ব্যবহার অনেক নেকী অর্জনের মাধ্যমও হতে পারে। একই সময়ে অনেক লোককে খুবই অল্প সময়ে নেকীর দাওয়াত প্রদান করা যেতে পারে এবং বিভিন্ন স্থানে থাকা বিভিন্ন মানুষকে একই সময়ে বয়ান করা যেতে পারে।

(২) দ্বীনি কাজের জন্য পরামর্শঃ

সোশ্যাল মিডিয়ার একটি বিশুদ্ধ ব্যবহার এটাও যে, দ্বীনি কাজকে আরো সুচারু রূপে করার জন্য আলাদা আলাদা স্থানে থাকার পরও পরস্পর সহজেই পরমর্শ করা যেতে পারে।

(৩) ইসলামের নিরাপত্তাঃ

সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে দ্বীন ইসলামের বিরুদ্ধে হওয়া বিভিন্ন ষড়যন্ত্রকে নিঃশেষ করা এবং এই সম্পর্কে প্রসার হওয়া ভুল বুঝাবুঝি দ্রুত নিঃশেষ করা যেতে পারে।

(৪) পরস্পর যোগাযোগে সহজতাঃ

পরস্পর যোগাযোগ এবং বার্তা পৌঁছানো সোশ্যাল মিডিয়া অনেক সহজ করে দিয়েছে। সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে কয়েক সেকেন্ডে দুনিয়ার যেকোন স্থান থেকে বার্তা পৌঁছানো যায়। **(মাসিক ফয়যানে মদীনা, নভেম্বর ২০১৭ ইং)**

(৫) সুন্নাতে ভরা বয়ানঃ

সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এবং অন্যান্য মুবাল্লিগদের সুন্নাতে ভরা বয়ান ও মাদানী গুলদস্তা দেখা এবং শুনা যায়।

(৬) জ্ঞান ও প্রজ্ঞায় ভরা অনুষ্ঠানঃ

সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে মাদানী চ্যানেলের ঈমানোদ্দীপক তথ্য সমৃদ্ধ ও রূহানী অনুষ্ঠান সমূহের শর্ট ক্লিপ, অনুরূপভাবে মাদানী চ্যানেলের সরাসরি অনুষ্ঠানও দেখা ও শুনা যায়।

(৭) দা'ওয়াতে ইসলামীর সাম্প্রতিক তথ্যাবলীঃ

সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সাম্প্রতিক তথ্য সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়।

(৮) মাকতাবাতুল মদীনার প্রকাশিত কিতাব ও রিসালা অধ্যয়নঃ

সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে মাকতাবাতুল মদীনা থেকে প্রকাশিত অসংখ্য কিতাব ও রিসালাও সহজে অধ্যয়ন করা যায়।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

মাকতাবাতুল মদীনা মজলিশ

হে আশিকানে রাসূল! اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ **দা'ওয়াতে ইসলামী** দুনিয়া জুড়ে প্রায় ১০৫টি বিভাগে নেকীর দাওয়াতের সাড়া জাগিয়ে যাচ্ছে, যার মধ্যে একটি হচ্ছে **"মাকতাবাতুল মদীনা মজলিশ"**। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ মাকতাবাতুল মদীনা থেকে যেমনিভাবে সুন্নাতে ভরা বয়ান সমূহ এবং মেমোরী কার্ড দুনিয়া জুড়ে পৌঁছানো হচ্ছে, তেমনিভাবে হুযুরে আলা হযরত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه, আমীরে আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এবং আল মদীনাতুল ইলমিয়ার কিতাবও প্রকাশনায় সমৃদ্ধ হয়ে লাখো লাখ মানুষের হাতে পৌঁছে সুন্নাতের মাদানী ফুল বিলিয়ে যাচ্ছে। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ মাকতাবাতুল মদীনার অধীনে এই পর্যন্ত প্রায় ৪৫টি শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর ফয়যানের বরকতে **"মাকতাবাতুল মদীনা আল আরবীয়া"**ও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যেখান থেকে খুবই কম দামে **আরবী কিতাব** সংগ্রহ করা যাবে। **আল্লাহ তায়ালা** মাকতাবাতুল মদীনাকে উত্তোরোত্তর সাফল্য দান করুক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

জুতা পরিধানের সুন্নাত ও আদব

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন! শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর রিসালা **"১০১টি মাদানী ফুল"** থেকে জুতা পরিধানের সুন্নাত ও আদব শ্রবণ করি। ✲ **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: অধিকহারে জুতা ব্যবহার করো, কেননা মানুষ যতক্ষণ জুতা ব্যবহার করতে থাকে, সে আরোহী অবস্থায় থাকে। (অর্থাৎ কম ক্লান্ত হয়)। (মুসলিম, ১১২১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২০৯৬) ✲ জুতা পরার পূর্বে ঝেড়ে নিন যাতে পোকা বা কংকর ইত্যাদি বের হয়ে যায়। ✲ সর্বপ্রথম ডান পায়ে জুতা পরিধান করুন এরপর বাম পায়ে। খুলতে প্রথমে বাম পায়ের জুতা

অতঃপর ডান পায়ের। ✻ **রাসূলে আকরাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: তোমাদের কেউ যখন জুতা পরিধান করে, তবে ডান দিক থেকে শুরু করা উচিত এবং যখনই খুলে তবে বাম দিক থেকে শুরু করা উচিত। যাতে ডান পায়ের জুতা পরার সময় প্রথমে এবং খুলতে সবশেষে হয়।" (বুখারী, ৪/৬৫, হাদীস নং- ৫৮৫৫)

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **তাজেদারে মদীনা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সম, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সাদিসাতু ওয়াল খামসূন, ১৫১ পৃষ্ঠা থেকে সংকলিত)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **নবী করীম, রউফুর রহীম, রাসূলে আমীন** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।" (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ৬৫ পৃষ্ঠা)

(৩) রহমতের ৭০টি দরজা:

صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। (আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللهِ صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সানিয়াতু ওয়াল খামসূন, ১৪৯ পৃষ্ঠা)

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **হুযরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে।" **(আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)**

(৬) দরূদে শাফায়াতঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

উম্মতের শাফায়াতকারী, নবী করীম, রাউফুর রাহীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়।" **(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৩২৯, হাদীস নং- ৩০)**

(১) এক হাজার দিনের নেকী

جَزَى اللهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَا هُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, **মক্কী মাদানী আক্বা, উভয় জাহানের দাতা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "এ দোয়া পাঠকারীর সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন।" **(মাজমাউয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, বাবু কাইফিয়াতুস সালাত...শেষ পর্যন্ত, ১০/২৫৪, হাদীসঃ ১৭৩০৫)**

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলোঃ

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

সহনশীল দয়ালু **আল্লাহ তায়ালা** ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। **আল্লাহ তায়ালা** পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের মালিক ও প্রতিপালক।

ফরমানে মুস্তাফা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم**:** যে ব্যক্তি রাতে এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো। **(তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)**